মালিকদের অনৈতিক চর্চায়

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এখন সবচেয়ে লাভজনক বিনিয়োগ মাধ্যম

রাকিব উদ্দিন

আইন অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'অলাভজনক' প্রতিষ্ঠান। কিন্তু মালিকদের অনৈতিক চর্চায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এখন সবচেয়ে লাভজনক বিনিয়োগের মাধ্যমে পরিণত হচ্ছে। ট্রাস্টি বোর্ড ও সিন্ডিকেট সভার সম্মানিভাতা হিসেবে তহবিল থেকে প্রতি মাসে পাঁচ হাজার থেকে এক লাখ টাকা পর্যন্ত ভাগিয়ে নিচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা ও মালিকরা। অথচ সমাজে তারা নিজেদের শিক্ষানুরাগী হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবারই বৃদ্ধি করা হচ্ছে সম্মানিভাতা।

অর্থাৎ একদিকে উদ্যোক্তারা বিশ্ববিদ্যালয়কে অলাভজনক বলছেন, অন্যদিকে ছলে-বলে-কৌশলে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে নিয়মিত মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। প্রতিষ্ঠানের অর্থে বিদেশ ভ্রমণ করছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মালিকরা শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি'র অর্থে কেনা গাড়ি ব্যবহার করছেন নিজেদের ব্যবসায়িক কাজে। প্রতিষ্ঠানের তহবিল তছরুপ করে বেশ কয়েকজন উদ্যোক্তা ব্যক্তিগত ব্যবসার প্রসার ঘটিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হিসেবে খাটাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠানের অর্থ ভাগিয়ে নিতে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিমাসে অন্তত চারবারও ট্রাস্টি বোর্ডের সভা হচ্ছে। ছোটখাটো প্রয়োজনেও ঘন ঘন সিন্ডিকেট সভা করা হচ্ছে। বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি প্রতিনিধিদের না জানিয়ে গোপনে সিন্ডিকেট সভা করছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সূত্র জানায়, দেশের শীর্ষস্থানীয় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আছেন ১৯ জন। এই প্রতিষ্ঠানের বোর্ড সভার সম্মানিভাতা নেয়া হয় জনপ্রতি ৩০ হাজার টাকা করে। তবে দু'জন ট্রাস্টি সদস্য প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সম্মানিভাতা নিচ্ছেন না। আর এনএসইউর সিন্ডিকেট সভার সম্মানিভাতা নির্ধারণ করা হয়েছে ২৫ হাজার টাকা। জানতে চাইলে এনএসইউ ট্রাস্টি বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিল্পপতি ইফতেখারুল আলম সম্মানিভাতার বিরোধিতা করে সংবাদকে বলেন, 'বোর্ড মেম্বারদের (সদস্য) আকৃষ্ট করতে এখন সম্মানিভাতা ৫০ হাজার টাকা করার পাঁয়তারা চলছে।' তিনি বলেন, 'দেশ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি, আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য নয়।'

প্রসঙ্গত, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুযায়ী প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সিন্ডিকেট থাকবে এবং সভাপতিসহ এর মোট সদস্য হবে দশজন। তবে আইনে বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়া

বেসরকারি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

বেসরকারি : বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়নি এবং সিন্ডিকেট ও বোর্ড সদস্যরা সম্মানিভাতা নিতে পারবেন তাও বলা নেই।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম সংবাদকে বলেন, 'এ বিষয়ে আইনে কোনকিছু উল্লেখ নেই। এর সুযোগে ছাত্রছাত্রীদের টাকা-পয়সা নিজেদের পকেটে নিচ্ছে মালিকরা, যা নৈতিক নয়। যারা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করেন, তাদের মধ্যে নৈতিকতা না থাকাটা দুঃখজনক।'

তিনি বলেন, 'প্রথমে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির বোর্ড মেম্বাররা সভার সম্মানিভাতা নিত না। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের অর্থে বিদেশ ভ্রমণ করত। এখন তারা রিজনেবল (যুক্তিসঙ্গত) ভাবে সম্মানিভাতা নিচ্ছেন।'

ইবাইসে হরিপুট

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রকৃত মালিককে ছাড়াই ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি অবৈধ ট্রাস্টি বোর্ড দিয়ে রাজধানীর ধানমন্ডিতে চলছে ইবাইস ইউনিভার্সিটির 'এক্সটি অবৈধ ক্যাম্পাসে। এই প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও সাবেক চারদলীয় জোট সরকারের বিতর্কিত এক সচিব প্রতিমাসে বোর্ড সভার সম্মানিভাতা নিচ্ছেন এক লাখ টাকা। অবৈধ এই ক্যাম্পাসের মালিক শওকত আলিভা রাসেল। অবৈধ এই ক্যাম্পাস পরিচালনায় বোর্ড সভায় উপস্থিত থাকার জন্য জনপ্রতি পাঁচ হাজার টাকা করে নেয়া হয় বলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও উপাচার্য প্রফেসর ড. জাকারিয়া লিংকন সংবাদকে জানান।

ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আছেন ৩০ জন। তারা প্রত্যেকেই নিয়মিত বোর্ড সভার সম্মানিভাতা নিচ্ছেন। আর ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির বোর্ড ট্রাস্টিজের সদস্য আছেন দশজন। এর মধ্যে বোর্ড চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফরাস উদ্দিন এবং বোর্ড সদস্য ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সৈয়দ মঞ্জুর এলাহি বোর্ড ও সিন্ডিকেট সভার নামে কোন সম্মানিভাতা নেন না। কয়েকজন সদস্য বিদেশে অবস্থান করছেন। সব মিলিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চার/পাঁচজন বোর্ড সদস্য নিয়মিত পাঁচ হাজার টাকা করে সম্মানিভাতা নিচ্ছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রাইম ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সহ-সভাপতি ড: আবুল হোসেন সংবাদকে বলেন, 'আইনগতভাবে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা কোন সম্মানিভাতা নিতে পারেন না। এটা নেয়া রুচিসিদ্ধও নয়।' তিনি দাবি করেন, 'তার বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রাস্টি বোর্ডের সভার জন্য কোন সম্মানিভাতা নেয়া হয় না।'

ইউজিসি সূত্র জানায়, পাঁচ গ্রুপে বিভক্ত দারুল ইহসান, ভিক্টোরিয়া, রয়েল, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল, গ্রিন, প্রাইম ইউনিভার্সিটির মিরপুর ক্যাম্পাস, দু'ভাগে বিভক্ত এশিয়ান ইউনিভার্সিটিসহ বেশকিছু বিতর্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ে বোর্ড ও সিন্ডিকেট সভার সম্মানিভাতা নেয়ার নামে চলছে লুটপাট। চলছে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি'র অর্থ তছরুপ ও বেপরোয়া সনদ বাণিজ্য। নামি-দামি ও সুনাম অর্জনকারী প্রায় সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই বোর্ড সভা ও সিন্ডিকেট সভার নামে মোটা অঙ্কের সম্মানিভাতা নেয়া হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের আয়-উপার্জন বৃদ্ধির পাশাপাশি বাড়ানো হচ্ছে বোর্ড ও সিন্ডিকেট সভার সম্মানিভাতা।

এছাড়াও নিয়মিত মোটা অঙ্কের টাকা মাসোহারা দেয়ার অলিখিত চুক্তির মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা বা আমলা ও বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের ট্রাস্টি বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূলত সম্মানিভাতার মোহেই তারা নিয়মিত বিতর্কিত ও মালিকানা দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিন্ডিকেট সভায় অংশগ্রহণ করছেন। এতে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও মালিকানা দ্বন্দ্ব মিটাতে পারছে না সরকার।